বাংলাদেশ দূতাবাস
আঙ্কারা, তুরস্ক

নানা আয়োজনে বাংলাদেশের ৫১তম 'মহান বিজয় দিবস' উদযাপিত

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি-আঙ্কারা, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ঃ মহান বিজয়ের ৫১তম বার্ষিকী যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে দূতাবাস, আঙ্কারা নানান অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সকালে চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স শাহ্‌নাজ গাজী-এর নেতৃত্বে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বঙ্গবন্ধুর আবক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে, অত্র দূতাবাসের 'বিজয় একাত্তর মিলনায়তন'-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরনে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স শাহ্‌নাজ গাজী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাশেদ ইকবাল, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন দ্বিতীয় সচিব ও দূতালয় প্রধান মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন সুপারেনটেনডেন্ট মোঃ ফরাদ হোসেন । অত:পর দিবসটি উপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ, শিশু এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স, তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশীদার হওয়ার জন্য সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশী ও শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান। অত:পর ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শিরোনামের উপর ঘোষিত চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের ও অদ্য ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের 'বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস' বিষয়বস্তুর উপর চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি-এর উপর শিশু-কিশোর ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পরিশেষে, অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দদেরকে সাথে নিয়ে কেক কাটা হয় ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশিত হয়।